

০৪.১২.২০২৩

কোর্ট নং ১৯

আইটেম নং ১২

সিপি / জিবি

সি.ও. ২০২৩ সালের ২৪০ নম্বর

শ্রীমতী শুভ্রা মিত্র

বনাম

শ্রী অরুণ কুমার দাস ও অন্যান্য

মিঃ অভিলাষ চ্যাটার্জি

.....আবেদনকারীর জন্য

আবেদনকারী হল ২০১৭ সালের ইজেকশন স্যুট নং ১৩০-এর বিবাদী/ভাড়াটে। বিবাদী ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ, যা বিজ্ঞ দেওয়ানী বিচারপতি (জুনিয়র ডিভিশন), ৩য় আদালত, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রত্য্যখ্যান করা আদেশের মাধ্যমে, বিজ্ঞ আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে ১২ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের আদেশটি সংশোধন করার জন্য আবেদনকারীর দায়ের করা আবেদন প্রত্য্যখ্যান করেছে। দরখাস্তের পরিমার্জন করার আবেদন করেন বকেয়া প্রশ্ন দ্বারা বিচার করা উচিত আদালত শিখেছি।

বাদী/বিপক্ষ দলগুলি উল্লিখিত আবেদনে একটি লিখিত আপত্তি দাখিল করেছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, উল্লেখ করেছে যে ১২ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের আদেশ যার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ প্রিমিসেস টেন্যান্সি আইন, ১৯৯৭ এর ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদনটি (এর পরে হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) 'উক্ত আইন' প্রত্য্যখ্যান করা হয়েছিল, দরখাস্তকারীর দ্বারা বিজ্ঞজনের সামনে একটি পুনঃ বিবেচনাই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল

অতিরিক্ত জেলা বিচারক , আলিপুরের ১১তম আদালত। উল্লিখিত পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি আবেদনকারীকে সঠিক ফোরামে যাওয়ার স্বাধীনতার সাথে খারিজ করা হয়েছিল। এই আদালতের সামনে উল্লিখিত আইনের ধারা ৭ (২) এর অধীনে পাস করা ১২ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার পরিবর্তে, আবেদনকারী দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেন, ২০১৮ এর ১২ নভেম্বর তারিখের আদেশটি সংশোধন করার জন্য প্রার্থনা করেন,

সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর শুনানি করার পর, বিজ্ঞ আদালত বলেছিল যে আবেদনকারীর জন্য যথাযথ পদক্ষেপটি উপযুক্ত ফোরামের সামনে ১২ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে দেওয়া আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হবে। দ্বিতীয়ত, আবেদন দমনের শিকার। সত্য যে আবেদনকারী দেওয়ানী কার্যবিধি কোডের ১১৫ক ধারার অধীনে সংশোধন আদালতের কাছে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল, এই ধরনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, আদেশের সংশোধনের জন্য আবেদনকারীর আবেদনটি চাপা দেওয়া হয়েছিল।

আদালতের অভিমত ছিল, এই আদেশের তারিখ নভেম্বর ১২, ২০১৮ সংশোধনের মাধ্যমে উপযুক্ত ফোরামের সামনে চ্যালেঞ্জ করা উচিত ছিল, যা করা হয়নি। পরিমার্জনের আবেদনটি একটি চিন্তাভাবনা হিসাবে দায়ের করা হয়েছিল। এইভাবে সংশোধনের আবেদন খারিজ করা হয়।

শ্রীমান চ্যাটার্জি, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে বর্তমান মামলাটি একটি পরিবর্তিত সংক্ষিপ্ত এবং পূর্বের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাটি সঠিকভাবে পরিচালনা করেননি। তদুপরি, উক্ত আইনের ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদনের বিচার করার সময় বকেয়া বিষয়টি নীচের বিজ্ঞ আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। বকেয়া ভাড়া প্রদেয় কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, বিচারক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উক্ত আইনের ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করে দেন। সুনীল কুমার মিশ্র বনাম বনাম শক্রঘ্ন প্রসাদ সিং ২০১৫ আই সি সি ( ৪ ) কোলকাতা ৬৬৮ এ রিপোর্ট করেছেন যে এই বিষয়ে আদালতের একটি বিজ্ঞ সমন্বয় বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে। শ্রীমান চ্যাটার্জি দৃঢ়ভাবে আদালতকে উল্লিখিত রায় অনুসরণ করার এবং আবেদনের পুনর্বিচারের জন্য অনুরোধ করেছেন সরাসরি ১২ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের আদেশের পরিবর্তন। এই সিদ্ধান্তের ১৯ থেকে ২২ অনুচ্ছেদে এর নির্ভরতা কে রাখা হয়েছে। আবেদনকারীও লাল বাহাদুরের বিষয়ে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। লাল বাহাদুর সিং বনাম শ্রী অমিত কুমার চামারিয়া ও অন্যান্য ২০১৮ সি এইচ এন (কোলকাতা) ৬৮৯ এ রিপোর্ট করা হয়েছে

মামলার তথ্য, সংক্ষেপে এই যে, বিপরীত পক্ষগুলি পশ্চিমবঙ্গ প্রিমিসেস টেন্যান্সি আইন , ১৯৯৭-এর ধারা ৬-এর অধীনে উচ্ছেদের জন্য একটি মামলা দায়ের করেছে। বাদীরা দাবি করেছেন যে ভাড়াটিয়া প্রস্থান করার নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল এবং বাদীরা

খাস দখল ও মেসনে মুনাফা পুনরুদ্ধারের ফরমান পাওয়ার অধিকারী। যে বিবাদী ১ মে, ২০১৭ তারিখ থেকে প্রাঙ্গনে অন্যায্যভাবে দখলে ছিল। বিবাদী/আবেদনকারী একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করে এবং কার্যধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদীও উক্ত আইনের ধারা ৭ (১) এবং ৭ (২) এর অধীনে আবেদন করেন।

উল্লিখিত আইনের ধারা ৭ (১) এর অধীনে আবেদনে, স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বিবাদী/আবেদনকারী ইতিমধ্যেই ধারা ৭ (২) এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছেন, সংশোধন করা জলের সংযোগ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ভাড়া স্থগিত করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। যে

বিবাদী/আবেদনকারী উক্ত আইনের ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদনটি নিষ্পত্তি হওয়ার পরেই মাসিক ভাড়া জমা দিতে চেয়েছিলেন। তদুপরি, এটি বিরোধিতা করা হয়েছিল যে এপ্রিল ২০১৭ এবং মে ২০১৭ থেকে প্রদেয় ভাড়াগুলি বিজ্ঞ ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী জুন ২০১৭ থেকে প্রতি মাসে মাসে মাসে ভাড়া জমা দেওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত আইনের ৭ (২) ধারার অধীনে আবেদনটি নিষ্পত্তি হওয়ার পরেই। উক্ত আইনের ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদনটি নীচের বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছিল, যাতে আবেদনকারীকে বকেয়া ভাড়া জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়, সংশোধন করা জল সংযোগ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে জমিদার দ্বারা।

ধারা ৭ (২) এর অধীনে উল্লিখিত আবেদনটি নীচের বিজ্ঞ আদালত এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে উল্লিখিত আবেদনটিতে এ জাতীয় প্রার্থনার অনুমতি দেওয়া যাবে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গ প্রিমিসেস টেন্যান্সি আইনের ধারা ৭ এর অধীনে আইন বাধ্যতামূলক করেছে যে উল্লিখিত আইনের ধারা ৭ (১) এবং ৭ (২) এর বিধানগুলি মেনে চললেই বিবাদী উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষা চাইতে পারে।

বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের ভাষ্যমতে, না বাড়িওয়ালার ও ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক নিয়ে কোনো বিরোধ বা ভাড়ার পরিমাণ নিয়ে কোনো বিরোধ উত্থাপিত হয়নি।

উল্লিখিত আদেশটি হাইকোর্ট দ্বারা পুনর্বিবেচনার বিষয় ছিল, কিন্তু আবেদনকারী, ৯ মার্চ তারিখের আদেশ দ্বারা ২০১৯ সালের দেওয়ানি পুনঃ বিবেচনাই নং ০১-এ আলিপুরের ১১ তম আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা বিচারক দ্বারা সেই স্বাধীনতা মঞ্জুর করা সত্ত্বেও, ২০২১, এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেনি। পরিবর্তে, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে একটি আবেদন করা হয়েছিল ৭ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে আদেশটি সংশোধন করার জন্য দায়ের করা হয়েছিল যার মাধ্যমে উক্ত আইনের ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল। এরপরে, আবেদনকারী ১২ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের আদেশের পরিবর্তনের জন্য একটি আবেদন দাখিল করেন।

এই আদালত দেখতে পায় যে উক্ত আইনের ধারা ৭ (১) এর অধীনে আবেদনে আবেদনকারী বলেছেন যে ভাড়াটি ভাড়ার অফিসে জমা করা হয়েছে।

ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদন নিষ্পত্তি সাপেক্ষে, নিয়ন্ত্রক এবং আবেদনকারী জুন ২০১৭ থেকে ভাড়া পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ। উল্লিখিত আইনের ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদনে, আবেদনকারী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কোনও বকেয়া নেই এবং আবেদনকারীকে জল সংযোগের আগে বর্তমান ভাড়া জমা না দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। পুনরুদ্ধার দরখাস্তকারী বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটে সম্পর্কের বিষয়ে কোনো বিরোধ উত্থাপন করেননি বা আবেদনকারী ভাড়ার হার নিয়ে বিরোধ করেননি বরং, আবেদনকারীর দাবি ছিল যে সংশোধনী জল প্রেরণ পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত আবেদনকারীর বর্তমান ভাড়া পরিশোধযোগ্য নয়। ভাড়ার হার বিতর্কিত ছিল এবং প্রদেয় বকেয়া আদালতের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এমন একটিও বিবৃতি নেই। আবেদনকারী বকেয়া জমা করা হয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখেনি।

বিজয় কুমার সিং ও সংস্থা বনাম অমিত কুমার চামারিয়া ও অন্যান্য । এর সিদ্ধান্তে (২০১৯) ১০ এস সি সি ৬৬০ এ রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত: -

১৯. আইনের ধারা ৭-এর উপ-ধারা (১) ভাড়াটেকে বকেয়া ভাড়া পরিশোধ না করার কারণে উচ্ছেদ থেকে মুক্তি দেয় যদি সে বাড়িওয়ালাকে পরিশোধ করে বা দেওয়ানি বিচারক এর কাছে সমস্ত বকেয়া ভাড়া জমা দেয়, যে হারে এটি সর্বশেষ পরিশোধ করা হয়েছিল এবং তার আগের মাসের শেষ পর্যন্ত বার্ষিক দশ শতাংশ হারে সুদের সাথে পেমেন্ট করা হয়। এই ধরনের অর্থপ্রদান বা আমানত ভাড়াটেকে সমন প্রদানের এক মাসের মধ্যে বা যেখানে তিনি মামলায় হাজির হন

তার উপস্থিতির এক মাসের মধ্যে তাকে সমন দেওয়া হচ্ছে না।

২০. অতএব, উপধারা (১) বকেয়া ভাড়া প্রদানের সাথে সম্পর্কিত যখন ভাড়ার হার বা ভাড়ার বকেয়া মেয়াদ সম্পর্কে কোন বিরোধ নেই। ভাড়াটে কর্তৃক প্রদেয় বকেয়া মেয়াদ সহ ভাড়ার পরিমাণ সম্পর্কে বিরোধ থাকলে আইনের উপধারা (২) কার্যকর হয়। এই অবস্থায়, ভাড়াটিয়াকে উপধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে বাধ্য যা সমন প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে বা আদালতে হাজির হওয়ার এক মাসের মধ্যে সিভিল জজের কাছে তার দ্বারা স্বীকারকৃত অর্থ জমা দিতে হবে। কারণ হতে ভাড়াটেকে প্রদেয় ভাড়া নির্ধারণের জন্য একটি আবেদনও ফাইল করতে হবে। এই ধরনের আমানত গ্রহণযোগ্য নয়, যদি না এর সাথে প্রদেয় ভাড়া নির্ধারণের আবেদন না থাকে। অতএব, আইনের উপধারা (২) দুটি জিনিসের প্রয়োজন, ভাড়াটে কর্তৃক বকেয়া হারে জমা দেওয়া এবং প্রদেয় ভাড়া নির্ধারণের জন্য একটি আবেদন। যদি দুটি শর্ত সন্তুষ্ট হয় তবে শুধুমাত্র আদালত যে হারে শেষ ভাড়া প্রদান করা হয়েছিল এবং যার জন্য ভাড়াটিয়া ডিফল্ট আছে তা বিবেচনা করে বকেয়া পরিমাণ উল্লেখ করে একটি আদেশ দিতে পারে। এই ধরনের সংকল্পের পর ভাড়াটিয়াকে বাড়িওয়ালাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য এক মাসের সময় দেওয়া হয়। আইনের বিধান, বকেয়া ভাড়া জমা দেওয়ার সময় বাড়ানোর ক্ষেত্রে আদালতের বিবেচনার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে। এক্সটেনশন একবার প্রদান করা যেতে পারে এবং দুই মাসের বেশি নয়।

২১. উপধারা (৩) এর জন্য প্রদান করে ভাড়া প্রদান না করার পরিণতি, যেমন দখল প্রদানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বন্ধ করা এবং মামলার শুনানি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এই ধরনের বিধান উপধারা (২ক) এবং (২খ) থেকে বস্তুগতভাবে আলাদা যা এই আদালত বিপি খেমকা তে পরীক্ষা করছে। খেমকা। ১৯৫৬ আইনের ধারা ১৭-এর উপ-ধারা (২ক) এবং (২খ) আদালতকে ভাড়া জমার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতা প্রদান করে, যা ধারা ৭-এর উপধারা (২) এবং (৩) এর বিধান দ্বারা পরিসীমাবদ্ধ। আইন। অতএব, উপধারা (২) এর বিধানগুলি বাধ্যতামূলক এবং ভাড়াটেকে সতর্কতার সাথে অনুসরণ করা আবশ্যিক, যদি ধারার অধীনে ভাড়ার বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ এড়াতে হয়

৬ নম্বর আইনের ধারা ৭ এর উপধারা (২) এর শর্ত অনুসারে বকেয়া খাজনা জমা দেওয়ার জন্য সময় বাড়ানোর একটি বাইরের সীমা রয়েছে। খাজনা জমা না দেওয়া থেকে প্রবাহিত পরিণতিগুলি আইনের ধারা ৭ এর উপধারা (৩) এর অধীনে বিবেচনা করা হয়েছে। তাই, যদি ভাড়াটিয়া সমন প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে বা সমন ব্যতীত হাজির হওয়ার এক মাসের মধ্যে ভাড়ার বকেয়া জমা দিতে ব্যর্থ হয় এবং ভাড়ার বিতর্কিত পরিমাণ এবং বকেয়া মেয়াদ নির্ধারণের জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হয় এবং ভাড়ার বকেয়া নির্ধারণের পরবর্তী অ-প্রদানের জন্য ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা হবে। আইনের ধারা ৭ বকেয়া ভাড়ার ভিত্তিতে উচ্ছেদ এড়ানোর জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থার বিধান করে, তবে শর্ত থাকে যে ভাড়াটিয়া আইনের ধারা ৭ এর উপধারা (২) এর অধীনে বিবেচনা করা পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ভাড়ার বকেয়া নির্ধারণের জন্য জমা দেয়। বিতর্কিত পরিমাণ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি আবেদনের সাথে খাজনা জমা দেওয়া হল বকেয়া ভাড়া পরিশোধ না করার কারণে উচ্ছেদ এড়াতে একটি পূর্ব শর্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ভাড়াটিয়া সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫-এর আশ্রয় নিতে পারবে না কারণ এটি শুধুমাত্র একটি আবেদন নয় যা ভাড়াটেকে ফাইল করতে হবে তবে ভাড়াটেকেও বকেয়া ভাড়া জমা দিতে হবে। "

এইভাবে, ১০% সংবিধিবদ্ধ আমানতের সাথে ভর্তিকৃত বকেয়া ভাড়া, যদি থাকে তবে জমা করা আবেদনকারীর দায়িত্ব ছিল, যা করা হয়নি। বরং দরখাস্তকারীর দাবি ছিল কোনো বকেয়া নেই। দ্বিতীয়ত, ধারা ৭ (২) এর অধীন আবেদনে, আবেদনকারীকে ভাড়ার হার / বকেয়া ভাড়া / খেলাপি, যদি থাকে, আদালতকে এই ধরনের সমস্যাটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে বিরোধ উত্থাপন করা উচিত এমন প্রসঙ্গ তোলা হয়নি। পরিবর্তে, দরখাস্তকারী একটি আদেশের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যে আবেদনকারী ছিলেন না

সংশোধন করা জল সরবরাহ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

এইভাবে, আদালত ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদনটি যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ধারণ করে যে আবেদনকারীর আবেদনটি ভুল ধারণা করা হয়েছিল। উল্লিখিত আইনের ধারা ৭ এর বিধান অনুসারে, উক্ত আইনের ধারা ৬ এর অধীনে দায়ের করা মামলায় ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষা চাওয়ার জন্য ধারা ৭ (১) এবং ৭ (২) এর সম্মতি বাধ্যতামূলক ছিল। ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদন প্রত্যাখ্যানের তিন বছর পর পরিবর্তনের আবেদন দাখিল করার মাধ্যমে, আবেদনকারী বকেয়া ভাড়া নির্ধারণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না, কারণ একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নেওয়া হয়েছিল যে কোনও বকেয়া নেই। তদুপরি, বর্তমান ভাড়া পরিশোধের বিষয়ে ধারা ৭ (১) (গ) এর সম্মতিও রেকর্ডের সাথে পাওয়া যায় না। আবেদনকারী/ভাড়াটিয়া এখন আদালতের কাছে তাগিদ দিচ্ছেন

বকেয়ার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে এবং প্রয়োজনীয় আদেশ পাস করতে। এটি বিচারিকভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে ভাড়াটে কর্তৃক প্রদেয় বকেয়া ভাড়া নির্ধারণের জন্য বিলম্বিত আবেদন গ্রহণ করা যাবে না।

কলকাতা গুজরাটি এডুকেশন সোসাইটি বনাম শ্রী অজিত নারায়ণ কাপুরের একটি ডিভিশন বেঞ্চ সি.ও. ২০১৭ এর ১৭৫, একটি চিহ্নিতকরণের উত্তর দিয়েছে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সেই ধারাটি অনুষ্ঠিত হয় সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫, বিলম্বিত আমানত ক্ষমা করার জন্য প্রয়োগ করা যাবে না।

যদিও , পরিবর্তনের আবেদনটি ক্রম পরিবর্তনের জন্য একটি হিসাবে গৃহীত হয়েছে যে ধারা ৭ (২) এর অধীনে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, এই আদালতের অভিমত যে এই ক্ষেত্রে আদেশের পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠবে না, যেমনটি এই ক্ষেত্রে, আদালতকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি বিরোধ নির্ধারণ করতে বলা হবে। উল্লিখিত আইনের ধারা ৭ (২) এর অধীনে একটি আবেদন যা আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় দরখাস্ত সহ, ভর্তিকৃত বকেয়া জমা করার পরে এবং ১০% সংবিধিবদ্ধ সুদ সহ দায়ের করা উচিত।

সুনীল কুমার মিশ্রের (সুপ্রা) সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে সাহায্য করবে না, কারণ উল্লিখিত ক্ষেত্রে যে আদালত নিশ্চিতভাবে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে বিবাদী/ভাড়াটিয়া কর্তৃক জমাকৃত চালান এবং বিবাদীকে খেলাপি বলে ধরে নেওয়া হয়। দেওয়ানি কার্যবিধি কোডের ধারা ১৫১ এর অধীনে একটি আবেদনের মাধ্যমে একটি সংশোধন চাওয়া হয়েছিল। আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টকে সেই চালানগুলি খতিয়ে দেখতে এবং সংশোধনের আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয়। অমিত কুমার চামারিয়া (সুপ্রা) রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে লাল বাহাদুর সিং (সুপ্রা) মামলার সিদ্ধান্তও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

পরিবর্তনের আবেদনটি বকেয়া নির্ধারণের জন্য নীচের শিক্ষিত আদালতের ব্যর্থতার বিষয়ে কথা বলে। যেখানে খোদ আবেদনেই আদালতের একক মন্তব্যও নেই

বকেয়া ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে বা আবেদনকারী পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক বা ভাড়ার পরিমাণ নিয়ে বিরোধ করেছিলেন। তাই আদেশ পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠবে না।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বাতিল করা আদেশ কোনো হস্তক্ষেপের জন্য ডাকে না।

সেই অনুযায়ী, পুনর্বিবেচনামূলক আবেদন বরখাস্ত।

যাইহোক, খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না।

সব দলকে তার ভিত্তিতে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই আদেশের সার্ভার কপি।

(বিচারপতি শম্পা সরকার)

### **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।